4. গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করো ?

গেরিলা যুদ্ধ (Guerrilla Warfare) হলো এক ধরনের অনিয়মিত এবং অসংগঠিত যুদ্ধকৌশল যেখানে ছোট ছোট সশস্ত্র দল শত্রুর বিরুদ্ধে হঠাৎ আক্রমণ, প্রতিরক্ষা এবং পিছু হটার মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করে। এ ধরনের যুদ্ধে মূলত দুর্বল শক্তি সম্পন্ন দল বা গোষ্ঠী তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে সফলতার সাথে যুদ্ধ করে। গেরিলা যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, তাদের মনোবল ভেঙে ফেলা এবং নির্দিষ্ট কোনো এলাকা বা জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করা।

গেরিলা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য:

১. ছোট দল ও হঠাৎ আক্রমণ: গেরিলা যোদ্ধারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শত্রুর উপর আকস্মিক আক্রমণ চালায়।

২. পরিচিত এলাকা: তারা সাধারণত নিজস্ব এলাকা বা ভূখণ্ডে যুদ্ধ পরিচালনা করে যেখানে তারা পরিবেশ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে।

৩. লুকিয়ে থাকা: গেরিলা যোদ্ধারা শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য পাহাড়, জঙ্গল, বা শহরের বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে থাকে।

4. মোবিলিটি ও ফ্লেক্সিবিলিটি: তাদের কৌশলগত গতিশীলতা এবং দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন গেরিলা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

5. প্রচলিত সেনাবাহিনীর মুখোমুখি না হওয়া: সরাসরি বড় আকারের যুদ্ধে না জড়িয়ে ছোটখাটো হামলার মাধ্যমে শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করা।

ইতিহাসে গেরিলা যুদ্ধ:

গেরিলা যুদ্ধের ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষত, যারা সামরিক শক্তিতে দুর্বল ছিল, তারা এই কৌশল ব্যবহার করেছে।

মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৭১): বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে হঠাৎ আক্রমণ চালায়।

স্প্যানিশ গেরিলা যুদ্ধ (১৮০৮–১৮১৪): স্পেনের জনগণ ফরাসি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই কৌশল ব্যবহার করেছিল।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫–১৯৭৫): ভিয়েতকং বাহিনী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে আমেরিকান ও দক্ষিণ ভিয়েতনামি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করে।

গেরিলা যুদ্ধের সুবিধা

১. শত্রুর উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি হয়।

২. সীমিত সম্পদ ও জনবল দিয়েও সফলভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব।

৩. শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আঘাত হানা যায়।

সীমাবদ্ধতা

১. দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধক্ষেত্রে এটি সবসময় কার্যকর হয় না।

২. সাধারণ জনগণের সমর্থন না পেলে এই যুদ্ধ চালানো কঠিন।

৩. বড় পরিসরে সাফল্য অর্জন করতে সময় লাগে।

গেরিলা যুদ্ধ প্রায়ই রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, বা বহিঃশত্রুর দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এর সাফল্য নির্ভর করে কৌশলগত পরিকল্পনা,

স্থানীয় জনগণের সমর্থন, এবং শত্রুর দুর্বলতা সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণের উপর।